প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫, জুন

প্রকাশক

সুনীল দাশগুপ্ত

নবভারতী

৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর

শ্রীসুনীল কুমার বসু

এশিয়ান্ প্রিন্টার্স

নলিনী হাউস

পি, ১২ সি, আই, টি, নিউ রোড,

কলিকাতা-১৪

প্রচ্ছদ পট

খালেদ চৌধুরী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ

ভারত প্রেস

২২।১।এ ডিকসন লেন,

কলিকাতা-১৪

পাকিস্তান প্রাপ্তিস্থান

বইঘর

ফিরিঙ্গি বাজার রোড,

চট্টগ্রাম

সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

ও

সুমিতা চৌধুরীকে

বাংলা কাব্যজগতে যে কজন আধুনিক বিদেশী কবির নাম প্রায়ই শোনা যায়, তাঁদের মধ্যে আরাগঁ গণ্যমান্য একজন। প্রগতিবাদী লেখকসমাজে তাঁর বিষয়ে শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহল প্রচুর। তাঁর বিষয়ে আলোচনা বা তাঁর লেখার অনুবাদও কিছু হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও আমাদের অনেকের তাঁর বিষয়ে ধারণা অস্পষ্ট। প্রগতিবাদী লেখকসমাজে অনেকের ধারণা দেখি যে আরাগঁর লেখা, যাকে তাঁরা বলেন, জনগণবোধ্য, সরল ছড়ার মতো জলবৎ স্বচ্ছ। আরাগঁর বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জায়গা এখানে নেই, কিন্তু এ কথা উৎসাহী পাঠকমাত্রেই জানেন যে ফরাসী কাব্যে শতাব্দীব্যাপী যে উঁচ্কপালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তারই ঐশ্বর্যের পটে আরাগঁর কাব্যসাধনা। তাঁর কাব্যসাধনার এই উচ্চমানের জন্যেই দেশবিদেশের দুর্গতি-বাদী বা প্রগতিবিরোধীরাও তাঁর বিষয়ে বিনীত, যেমন বিনীত এলুয়ারের কাব্য বিষয়ে বা পিকাসো ও মাতিসের শিল্পসাধনার বিষয়ে। এই দীর্ঘ কাব্যনিষ্ঠার প্রস্তুতি আরাগঁর ছিল বলেই, ফরাসীদেশের জাতীয় চৈতন্যে যখন বিরাট সাড়া পড়েছিল তখন আরাগঁর কাব্যে সে চৈতন্য ফরাসীকাব্যের ধ্রুপদী রূপ পেল। তাই, তাঁর কাব্য তখন একাধারে সুলিখিত কাব্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে এবং সাধারণ স্বদেশপ্রেমিক ফরাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারল। বিখ্যাত লেখক, সম্পাদক, কম্যুনিষ্ট

নেতা, আরাগঁর কবিতা বৈদগ্ধ্যে ও সর্বজনবোধ্য যে মানবপ্রেম সেই জঙ্গী আবেগে উচ্চশিক্ষিত এবং কমশিক্ষিত উভয়কেই তৃপ্তি দেয়। অবশ্য এখনও বাধা অনেক, তাই খনিশ্রমিকদের জন্য কাব্যচয়নিকায় শ্রমিক নেতা বলেছিলেন যে ঐতিহাসিক কারণে শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাদ্বর্তী শ্রমিকদেরই এখনও বহু শিক্ষার পরিশ্রম করতে হবে আরাগঁর কবিতা বুঝতে, আরাগঁকে লেখা বদলাতে হবে না। ফরাসীদেশে জনগণকে তাঁরা আত্মরতিতে নিজেদের আলস্যের প্রতীক ভাবেন না।

আমাদের কাছে আরাগঁর লেখা বিশেষভাবে মূল্যবান এই দুই কারণে। প্রথমত, তিনি প্রগতিবাদীদের কাব্য ও তার জনগুণ বিষয়ে যে সব ভ্রান্ত ধারণা আছে তা দূর করতে সাহায্য করেন। দ্বিতীয়ত, রাজনীতির অন্যপক্ষের যে সব ভ্রান্ত ধারণা আছে, যথা মানুষকে ভালোবাসলে বা মানুষের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করলে সৎকাব্য বা উচ্চশ্রেণীর কবিতা লেখা যায় না, সে সব অপক্ক বৈদগ্ধ্যজনিত ধারণাও ভুল হয়ে যায়।

তাই, বাংলায় আরাগঁর বেশ কিছু কবিতা এক সঙ্গে উপস্থিত করার জন্য আমরা এই বইটির অনুবাদক ও প্রকাশকের কাছে কৃতজ্ঞ।

বিষ্ণু দে

## অনুবাদকের কথা

• লুই আরাগঁ গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কবি। পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধে পরাজয় ও জয়ের মধ্যেই তাঁর কবিকৃতির পুনর্জন্ম ও পূর্ণতা। তাঁর মাতৃভূমি ফ্রান্সের বিগত যুদ্ধে পরাজয়ের ভেতরেই মৃত ফরাসী কবিতা পুনর্জন্ম লাভ করে।

কবি হিসেবে ফরাসী দেশে জন্মগ্রহণ করা বোধ হয় তাঁর পক্ষে সৌভাগ্যেরই কারণ হয়েছিল। নাৎসী অধিকৃত ফ্রান্সে পশুশক্তি ও শয়তানী ধোঁকাবাজী এই উভয়ের শাসন ও উৎপীড়ন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। পথ ছিল দু'টো—হয় ঘরের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখা বা প্রতিরোধ সংগ্রামে যোগ দেওয়া সৈন্য হিসেবে নয়, স্রেফ মানুষ হিসেবে। ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনের কবিদের একটা সুযোগ ছিল, তা' হচ্ছে নেহাৎ স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে নিজের আনন্দ বেদনার কথা বলতে পাওয়ার সুযোগ। এ ছাড়াও তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে মাৎস্যন্যায়ের যুগে কবিতা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম। নিজেদের তাঁবেদার সরকারের সমস্ত হীন প্রয়াসের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাস্পৃহাকে জাতীয় জীবনে সর্বদা জাগ্রত রাখা ছিল তাঁদের সর্বপ্রধান কাজ। কবিরা উপলব্ধি করলেন যে তাঁরা এমন একটা বিশেষ সুযোগের অধিকারী যা' থেকে অন্য শিল্পী সাহিত্যিকরা বঞ্চিত; এবং তা হচ্ছে কবিতার দ্ব্যর্থ-বোধের অন্তরালে রূপক এবং উপমাচ্ছলে প্রবল অনুভূতিকে মানুষের মনে জাগিয়ে দেবার ও পৌঁছে দেবার সুযোগ। স্মরণযোগ্য কবিতা মুখস্থ ক'রে মুখ থেকে কানে ও কান থেকে মনে পৌঁছিয়ে দেওয়া সম্ভব এবং সত্যিই ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনের যুগে আরাগঁর কবিতা লক্ষ লক্ষ ফরাসীর মুখে আবৃত্ত ও পুনরাবৃত্ত হয়েছে মধ্যযুগের জনচেতনার

পরিবর্তন সাধনে হোমারের কবিতা যে দায়িত্ব পালন করেছিল, নাৎসী অধিকৃত ফরাসী দেশেও আরাগঁ অনুরূপ দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছেন।

ইংল্যাণ্ড অথবা আমেরিকার কবিরা যখন বলেন 'আমি', তখন সে 'আমি' কবির একান্ত ব্যক্তিগত সত্তাকেই বোঝায়। এই 'আমি' হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের অন্য পাঁচজনের থেকে স্বতন্ত্র কাব্যাভিমানী এক উত্তম পুরুষ। কিন্তু আরাগঁ যখন বলেন 'আমি', তখন সে 'আমি'র মানে হচ্ছে 'আমরা' অর্থাৎ গোটা ফরাসী দেশের সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষ। বিগত মহাযুদ্ধের প্রথম কয়েকমাসে লড়াই-এর ময়দানে ময়দানে কর্মহীন দিনগুলোতে ঐ একই কথা বার বার তাঁর কবিতায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে, "আমি তো ওদের কেউ নই", "যেমন রূপকথার রাত" কবিতায় তিনি লিখছেন—

"আমার এ দেহে রক্তমাংস পরমান্ন তো নয়
ঝিরিঝিরি স্রোত সাগরের প্রেমে আজও হয় উদ্দাম
এ মরুজীবন বোনের স্নেহের চেরাপুঞ্জীর মেঘ
আজও চায়, তাই ওদের খাতায় আমি লেখাইনি নাম।"

আরাগঁ 'ওদের' দলে নন; কারণ 'ওরা' নিজেদের অতিমানবিক মনে ক'রে ক'রে অমানুষিকের পর্যায়ে এনে ফেলেছিল। এই 'ওরা' হচ্ছে নাৎসী জার্মানী অথবা আত্মসুখান্বেষী তাঁবেদার সরকার। অন্য সাধারণ সৈনিকের মতো আরাগঁও একজন সাধারণ মানুষ, পরাজিত ও নির্যাতিত ফরাসী জাতির হয়ে এই সাধারণ সৈনিকের কথাই তিনি বলেছেন। আরাগঁ তাঁর কবিতাগুলিতে "প্রেম", "সাহস", এবং "স্বদেশ" প্রভৃতি কথাগুলোর যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত পুরোনো অর্থই আবার নতুন ক'রে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। আর একটি কবিতায় আরাগঁ বলেছেন; "সূর্যটা যে সূর্যই এ কথাটা আমায় বলতে দাও," আর সেই একই আবেগ নিয়ে আরাগঁ বলতে চেয়েছেন মৃত্যু মানে মৃত্যু, প্রেম মানে প্রেম আর পরাজিত হ'লেও ফ্রান্স তাঁর নিজেরই মাতৃভূমি; স্বাধীনতা শুধু বক্তৃতাবাগীশের নিরর্থক বাগাড়ম্বরই নয়, স্বাধীনতার জন্য জীবন বিপন্ন করাও প্রেমেরই নামান্তর। তা

তাঁর "শীতের গোলাপ" কবিতায় প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেন,—

"ভোর ভোর আলো রাত ক'রে খান্‌খান্‌
হে অবিশ্বাসী তোমাদের দিল আশা
যে প্রেমে মানুষ মরণেও গায় গান
তোমাদের বুকে দিল সেই ভালবাসা।"

প্রথম দিককার কবিতাগুলোতে প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিরোধ আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অস্পষ্ট ইঙ্গিত স্পষ্ট আহ্বান হ'য়ে উঠল এবং অবধারিত ভাবেই তাঁর রচনার ওপর তাঁবেদার ভিসি সরকারের নিষেধাজ্ঞার বজ্রাঘাত এসে পড়ল।

আরাগঁ তখন শুরু করলেন গাথা রচনা করতে আর তা' গান হ'য়ে উঠল দেশবাসীর মুখে এবং ছোট ছোট পুস্তিকার আকারে ছাপা হ'তে লাগল গোপন বে-আইনী প্রেসে আর না হয় ফ্রান্সের বাইরে সুইজারল্যাণ্ডে।

ফরাসী সরকারের পতন এবং আত্মসমর্পণের পর মুক্তিযুদ্ধ এবং প্রতিরোধ আন্দোলনের সংগঠকরূপে আরাগঁর আর এক নবজীবন লাভ। রাইফেল ঘাড়ে ক'রে অবিরাম ঘুরে বেড়িয়েছেন ট্রেঞ্চে, মাঠে, জঙ্গলে, গোপন সভাসমিতির বিপজ্জনক পরিবেশে। একদিকে সংগঠিত করেছেন মুক্তি-আন্দোলন অন্যদিকে প্রাণোজ্জ্বল কবিতায় মাতিয়ে তুলেছেন দেশবাসীকে। আরাগঁর কবিজীবনের শুরু স্যুর রিয়ালিষ্ট কবি হিসেবে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই তিনি যে শুধু কবিতাই লিখতেন তাই নয়, রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন প্রগতিবাদী এবং ফ্রান্সের শ্রমিক কৃষকের পার্টি 'কমিউনিষ্ট পার্টি'র একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর তৎকালীন কবিতাবলী শুধু জনগণ নয়, বুদ্ধিজীবী সাহিত্য রসিকদের কাছেও দুর্বোধ্য এবং অর্থহীন ব'লে প্রতীত হ'ত। আরাগঁর এই নিষ্প্রাণ কাব্যকৃতি সজীব হয়ে উঠল তাঁর যুদ্ধকালীন লেখায়। সংগ্রামের মাঠে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর নতুন ক'রে এই পরিচয় হ'ল সত্যিকারের পরিচয়। অদের বেদনা প্রবাহিত হ'ল

প্রতিটি শিরায়, তাদের অব্যক্ত যন্ত্রণা গুম্‌রে উঠল কবির হৃৎপিণ্ডে। কবি শিখলেন উদ্দাম হ'য়ে ভালবাসতে, কবি শিখলেন সমস্ত সত্তা দিয়ে ঘৃণা করতে, কবি শিখলেন সহজকথা সহজভাবে বলতে। এই শিক্ষাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা আর এই শিক্ষাই সার্থক হয়ে ওঠে তাঁর যুদ্ধকালীন কবিতায়। সেই কবিতা জাগিয়ে তুলল ফরাসীদেশকে, গান হ'য়ে গেল লক্ষ লক্ষ ফরাসী সন্তানের মুখে।

তাঁর এই যুদ্ধকালীন কবিতাগুলোকে ক্রমানুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্যায়ে পড়ে যুদ্ধের শুরু থেকে জার্মানী কর্তৃক ফ্রান্সের সীমান্ত লঙ্ঘনের মধ্যবর্তী সময়ের লেখা কবিতাগুলো। এই সময়ে সমগ্র ফরাসী জাত সন্দেহের দোলায় দুলছিল। লড়াইয়ের ময়দানে কোনও স্পন্দন নেই, দেশের কর্ণধাররা বেলেল্লা ফাটকাবাজিতে মত্ত। সাধারণ মানুষের অসহনীয় দারিদ্র্য আর যুদ্ধের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, তলায় তলায় তাঁবেদার সরকার গঠনের হীন-প্রচেষ্টাকারীদের নির্লজ্জ চীৎকার। "বিশবছর পরে" কবিতায় তাঁর হৃদয়স্পর্শী আর্তি—

"কুড়িটা বছর কি ক'রে কাটল জীবন হ'ল না চেনা
মাঝ-বয়সেই শুধে দিতে হবে জীবনের যতো দেনা
সেদিনের যতো কোলের খোকন যুদ্ধে চলেছে আজ
আমাদের সাথে ( আহা কচি মুখ ! ) মেলায় কুচকাওয়াজ।"

বিশ বছর আগে দেখা কিশোর স্বপ্নের সঙ্গে নির্মম বর্তমানের কি নিষ্ঠুর তফাৎ! কিন্তু কবি জানেন কেন এই যন্ত্রণা,—

"প্রেয়সী আমার প্রেয়সী আমার বিষাদ ছড়ায় ঢেউ
আমার জীবন গোধূলি বেলায় তুমি ছাড়া কেউ নেই।"

বুঝতে কষ্ট হয় না তাঁর এই প্রেয়সী তাঁর দেশ, তাঁর ফ্রান্স, তাঁর বিস্মৃত দেশাত্মবোধ।

"চিঠির অপেক্ষায় সন্ধ্যায়", "রূপকথার রাত", "লাউড স্পীকারের জন্য", "শহীদ স্পেন," "ঋতুরাজ", "অসমাপ্ত কবিতা" এই সময়েই রচিত। "লাউড স্পীকারের জন্য" কবিতায় আরাগঁর সুস্পষ্ট আকুতি,—

"প্রেমের কথা বলো আমায় সাগরে দাও ঢেউ
ছায়াবীথির নীচেও আহা রোদন জাগে বুকে।"

আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই, দেশকে আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জাতীয় সরকারের কোনও তাগিদ নেই, নিষ্প্রাণ বেলেল্লাপনা আর হৈ-হুল্লোড়ের অন্তরালে অন্তরের আবেগশূন্যতাকে ঢেকে রাখার এক ব্যর্থ প্রয়াস নির্লজ্জভাবে তখন প্রকট হ'য়ে উঠেছিল। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কি আশ্চর্য ভঙ্গী আরাগঁর! রেডিওর লাউড স্পীকারগুলোকে যেন তিনি বলছেন,—"থামাও, থামাও তোমাদের বেলেল্লা মাতলামোর গান; প্রেমের কথা শোনাও, প্রেমের গান গাও। কতদিন যে প্রেমের গান শুনিনি, কী যে বেদনায় বুক ভরে উঠেছে!"···কোন্ প্রেমিকাকে উদ্দেশ ক'রে যে এই প্রেমের গান তা' বুঝ্‌তে ফরাসীদের কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি।

যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে জার্মান আক্রমণের মুখে ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ এবং তাঁবেদার ভিসি সরকারের আবির্ভাব আরও অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করল। এই যুগে লেখা আরাগঁর কবিতাগুলোর মধ্যে "জবা-গোলাপ," "গাথা", "দ্বিতীয় রিচার্ড চল্লিশ," "মে মাসের রাত", "ডানকার্কের রাত", "সি" প্রভৃতি কবিতা ক'টি উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাগুলোতে দ্ব্যর্থবোধক রূপক এবং উপমার প্রাচুর্য লক্ষণীয়। তাঁবেদার সরকারের রোষ-বহ্নি এড়াবার জন্যই এই দ্বিত্বের আশ্রয়গ্রহণ। "জবাগোলাপ" কবিতাটিতে আরাগঁ যখন বলেন,—

"এখানে তো রাত···কোলাহল নেই···শত্রু ঘুমায়···বন
পারীরে আমার···আমার পারীর পতন হয়েছে কাল।
হাওয়ায় হাওয়ায় খবর এসেছে, কী ক'রে ভুলবে মন
দ্বৈত প্রেমের ব্যর্থতা আর গোলাপজবার লাল।"

তখন জবা-গোলাপ এই রূপকের অর্থ ফরাসীদের কাছে আর দুর্বোধ্য থাকে না। জবা আর গোলাপের লাল রং তাদের মনে পড়িয়ে দেয়, লক্ষ লক্ষ তরুণের নিষ্ফল আত্মবলিদান এবং তাঁদের রক্তে লাল হ'য়ে ওঠা ফরাসী মাটির বুকভাঙা বিলাপ।

জার্মান আক্রমণের তীব্রতার মুখে ডানকার্ক থেকে মিত্র সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ডানকার্কের নরমেধযজ্ঞের কথা ফরাসীরা কোনদিন ভুলবে না। ডানকার্ক থেকে অপসারিত সৈন্য-

বাহিনীতে আরাগঁও ছিলেন। তাঁর ডানকার্ক হারানোর ব্যথা এবং লজ্জা গোটা ফরাসী জাতির তৎকালীন বেদনাকে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছে "ডানকার্কের রাত" কবিতায়।

তাঁর এই যুগে লেখা কবিতাগুলির চরম পরিণতি "দ্বিতীয় রিচার্ড চল্লিশ" কবিতায়। চালশে-পাওয়া রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড-এর ধনভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেলে পর তাঁর বিলাসব্যসনের বন্ধুরা যখন তাঁকে ত্যাগ করেন তখন জীন্দার্ক (জোয়ান-অব-আর্ক)-এর পৌরহিত্যে তিনি নতুন ক'রে দেশপ্রেমের দীক্ষা নেন। তাঁর ছত্রভঙ্গ সেনাবাহিনীকে সংগঠিত ক'রে জীন্দার্ক ফরাসীদেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনেন। "দ্বিতীয় রিচার্ড চল্লিশ" কবিতাটি ১৯৪০-এ লেখা। আরাগঁর বয়সও তখন চল্লিশ। চালশে-পাওয়া আরাগঁর অবস্থা তখন অনেকটা চালশে-পাওয়া দ্বিতীয় রিচার্ডের মতো। চারিদিকে হতাশার শূন্যতা; কিন্তু এই শূন্যতার মাঝেও তাঁর অন্তরের সম্পদে তিনি গরীয়ান। সেই সম্পদ তাঁর দেশকে হারানোর দুঃখ। এই দুঃখের তিনি একচ্ছত্র সম্রাট। এই নিদারুণ মর্মবেদনাই তাঁর মনে আবার আশার সঞ্চার করে। ভকুলর নগরে জীন্দার্কের উদ্যোগে দ্বিতীয় রিচার্ডের হতাশার দিনকে শেষ ক'রে আশার দিনের প্রথম সূত্রপাত হ'ল—ইংরেজ বাহিনীর প্রথম পরাজয়ে। আরাগঁও বিশ্বাস রাখেন তাঁর অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে ফরাসী জনচেতনার উদ্যোগে স্বাধীনতার সূর্য উঠবে।

ফরাসীদেশে প্রতিরোধ-আন্দোলন দানা-বাঁধার সঙ্গে আরাগঁর যুদ্ধকালীন কবিজীবনের তৃতীয় পর্যায়ের শুরু। এই পর্বে লেখা কবিতাগুলির মধ্যে "মুক্ত অঞ্চল", "এল্‌সা আমি তোমায় ভালবাসি", "সব অশ্রুই লোনা", "সিংহ-হৃদয় রিচার্ড", "আয়নার সামনে এল্‌সা", "ফাঁসির মঞ্চে যে বীর গেয়েছে গান", "শীতের গোলাপ" এবং "পারী" কবিতা উল্লেখযোগ্য। "মুক্ত অঞ্চল" কবিতাটির আবেদন অত্যন্ত ব্যাপক এবং গভীর। অধিকৃত অঞ্চলে ফরাসী দেশপ্রেমের গান গাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মুক্ত অঞ্চলে প্রাচীন ফরাসী সঙ্গীতের মৃদু রেশ তাঁর হৃদয়ের ক্ষতস্থল স্পর্শ ক'রে যায়। তিনি বোঝেন তাঁর বেদনা কত গভীর—

"ক্ষণেক বুঝিবা শুনল আমার মন
কচি ধান ক্ষেতে অস্ত্রের ঝন্ ঝন্
ফল্গুর মতো রুদ্ধ একী এ তান!
কে দিল আমার হৃদয়ে হারানো সুর?
এত সৌরভ-টলোমলো অশ্রুর
কনক চাঁপাও পায়নিকো সন্ধান।"

তাঁর রূপক ব্যবহারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োগ দেখা যায় "এল্‌সা আমি তোমায় ভালবাসি" কবিতায়। আরাগঁর পত্নী এল্‌সা তখন আরাগঁরই মতো প্রৌঢ়ত্বের পথে পা' বাড়িয়েছেন। চারিদিকে যখন হতাশার শূন্যতা আরাগঁ তখনও নতুন ক'রে এল্‌সাকে ভালবাসতে চান, হারিয়ে যাওয়া প্রেমের গানগুলোকে মনের গুহা থেকে খুঁজে বের ক'রে উদাত্ত স্বরে গাইতে চান,—

"তাইতো আজ স্মৃতির গুহা থেকে সে গান তুলে নিলাম একী গাওয়া
এল্‌সা, আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমার রৌদ্র তুমি ছায়া।"

তাঁর এই ভালবাসার ব্যাপ্তিতে এল্‌সা আর ফ্রান্স এক হ'য়ে গিয়েছে। ফ্রান্স যে তাঁর এল্‌সা, তাঁর প্রেম, তাঁর আনন্দ, তাঁর বেদনা, তাঁর আহত হৃৎপিণ্ড। আর এই প্রেমের গান সার্থক হয়ে উঠতে চায় প্রতিরোধ আন্দোলনের লক্ষ যোদ্ধার সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের ঐকতানের মধ্যে—

"লক্ষ গলা কাঁপিয়ে ওঠা সুর শ্রাবণ হ'য়ে ঘিরুক চারিধার
জানালা দু'টো বন্ধ ক'রে দাও, বৃষ্টি হয়ে বাজুক ঝংকার।"

দখলকারী নাৎসী শক্তির প্রতি ঘৃণার তীব্রতা আরাগঁকে জাতিবিদ্বেষী ক'রে তোলেনি। নাৎসী অত্যাচারে জার্মান জনগণও যে পীড়িত তা' তিনি জানেন। ফরাসী জনগণের নিগৃহীত অবস্থা দেখে লজ্জিত জার্মানবাসীদের উদ্দেশ ক'রে "সব অশ্রুই লোনা" কবিতায় তিনি বলেন,—

"সুপ্তোত্থিত বালকের মতো চম্‌কে উঠ্‌লে আজ
চমক হানল বিজিতের চোখে ভাষাহীন যত কথা?
সান্ত্রী বদল চলছে, বুটের আওয়াজ উঠল তার
সে আওয়াজ শুনে শিউরে উঠল রাইনের স্তব্ধতা।"

"ফাঁসির মঞ্চে যে বীর গাইল গান" কবিতাটি মুক্তি আন্দোলনের শহীদ গাব্রিয়েল পেরীর উদ্দেশে লেখা। "শীতের গোলাপ" কবিতাটিও প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম শহীদের উদ্দেশে রচিত।

বেদনার সমুদ্র মন্থন ক'রে তোলা আরাগঁর হৃদয় নিঙ্‌ড়ানো আবেদন উল্লাসে ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠল "পারী" কবিতায়। ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনের যোদ্ধারা পারী শহরকে জার্মান কবল থেকে মুক্ত করেন। এই মুক্তির অব্যবহিত পরেই "পারী" কবিতাটি লেখা। শবাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হ'য়ে পারী যেন শীতল শবের মতো নিস্পন্দ ছিল। মুক্তির ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে গেল সেই শবাচ্ছাদন আর অবাক হ'য়ে কবি দেখলেন রৌদ্রোদ্ভাসিত তাঁর পারীকে, তাঁর প্রিয়াকে,—

"আমার রক্ত এম্‌নি ক'রে তো নাচাতে পারেনি কেউ
কেউ তো পারেনি মেলাতে আমার অশ্রুহাসির গান
জনতা আমার, বিজয় ভেরীতে রক্তে ছড়াল ঢেউ
দিগন্ত-ছোঁয়া শবাচ্ছাদন ঝড়ে ঝড়ে খান্‌ খান্‌
ঝড়-খাওয়া পারী, মুক্ত স্বাধীন রৌদ্রে করেছে স্নান।"

আরাগঁ এখন প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় উপনীত। এখনও তিনি লিখছেন—শান্তির জন্য, স্বাধীন সুখী ভবিষ্যতের জন্য, বিশ্বমানবের কল্যাণ ও সুখ সমৃদ্ধির জন্য। যুদ্ধ শেষ হয়েছে সেও আজ প্রায় দশ বছরের কথা। এতদিন পরে তাঁর যুদ্ধকালীন কবিতাবলীর হয়তো কোনও সামাজিক মূল্য অনেকের কাছে নেই ; কিন্তু তার সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্টই রয়েছে। যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে একদা-দুর্বোধ্য আরাগঁ জনগণের কবি হ'য়ে উঠলেন তারই কিছু পরিচয় যদি বাঙালী পাঠকের মনে দেশ কালের গণ্ডী পেরিয়ে সামান্যতম মাধুর্যও পৌঁছে দিতে পারে তা' হ'লেই অনুবাদের শ্রম সার্থক হবে।

## বিশ বছর পরে

মহাকাল ফের জোয়াল চাপাল লাল বলদের ঘাড়ে
ঢিমে তেতালায় সময় চল্‌ল, তবু এল নিঃসাড়ে
হলুদ পাতায় সোনা-রোদ ঢেলে হৈমন্তিক দিন
জেগে কেঁপে উঠে আবার ঘুমোল শিউলির আশ্বিন।

কুঁড়ের বাদশা আমরা সবাই স্বপ্নে জড়ানো চোখ
নেই ক্রোধ, নেই ঘৃণার বালাই নেই সুখ নেই শোক
শহরতলীতে মানুষ মরলে খবর মাখি না গায়
সকালের স্মৃতি ধুয়ে মুছে যায় রক্তিম সন্ধ্যায়।

ফাঁকা ঘর ভাঙা ভিটেতে বেড়াই বাস্তুঘুঘুর মতো
চাপা কান্নায় চীৎকার করি বেদনা কোথায় অতো
দিনের বেলায় পিশাচ আমরা অতীতের সঙ্কেত
দূর বিস্মৃত ভালবাসাময় কোন জীবনের প্রেত।

বিস্মরণের পাতাল হাতড়ে বিশ বছরের পর
পুরোনো স্বভাব খুঁজে পেতে এনে বোঝাই করেছি ঘর
বন্দী বোঝেনা কয়েদখানায় শীত গ্রীষ্মের ভেদ
তবুও পাঠায় বহু পুরাতন নিরর্থ সঙ্কেত।

মুখে মুখে আজ বুলি আওড়াই যন্ত্রের মতো প্রাণ
ভুলে গেছি আজ ভাটিয়ালি সুর বাউলের মেঠো গান
মূর্খের মতো হো হো করে হাসি লজ্জা শরম নাই
রেডিওতে শোনা সস্তা গানের পচা সুর ভাঁজি তাই।

কুড়িটা বছর কি ক'রে কাটলো জীবন হ'লো না চেনা
মাঝ বয়সেই শুধে দিতে হবে জীবনের যত দেনা
সেদিনের যতো কোলের খোকন যুদ্ধে চলেছে আজ
আমাদের সাথে ( আহা কচি মুখ ! ) মেলায় কুচকাওয়াজ

বুক জুড়ে তবু একটা আশার, একটা ব্যথার ভার,
পাপড়ির মতো কোমল প্রেমের স্বপ্নের সম্ভার,
হিমের ঘোমটা ছিঁড়ে দিল কোন স্বর্ণতীরের ঘায়
চিঠি লিখবে যে প্রেয়সী আমায়, আমি দিন গুণি তাই।

প্রৌঢ়ের প্রেম দিয়েছি তোমায় কিছুই দিই নি আর
দুর্দিন এসে ছিঁড়ে দিয়ে গেছে স্বপ্নের সংসার
বন্ধুরা তবু বলেছে সেদিন, "ছোট্টো ওদের নীড়
ওরা যেন দুটি কপোত-কপোতী নেই কূল নেই তীর।"

বালু-সৈকতে নাম মুছে দেয় লবণ ঢেউয়ের নাচ
সেদিনের সেই তরুণ তেমনি হারিয়ে গিয়েছে আজ
হারিয়ে গিয়েছে শ্রাবণধারায় চরণ-রেখার প্রায়
তোমার কাছে সে তেমনিই আছে, তেমনিই গান গায়।

মেঘ বদলায় আকাশে, মাটিতে মানুষও তো বদলায়
দু'চোখে তোমার আঙুলের ছোঁয়া কী ক'রে ভুলবো হায়
কোমল ছোঁয়ায় মুছেছ আমার ললাটে রেখার টান
সেদিন আমার রূপালী অলকে কী করেছে সন্ধান।

প্রেয়সী আমার, প্রেয়সী আমার, বিষাদ ছড়ায় ঢেউ
আমার জীবন-গোধূলি বেলায় তুমি ছাড়া কেউ নেই
কী ক'রে জানাই কী যে লিখি ছাই লিখেই হারাই খেই
জীবনের খেই, কামনার খেই হারাই,—জানেনা কেউ
জানাতে চেয়েছি, "তোমারেই আমি ভালবাসি অনিবার"
তুমি কাছে নেই, তাই সেই কথা বিষাদ-সাগরে ঢেউ।

## চিঠির অপেক্ষায়—সন্ধ্যায়

রঙ ঝিলমিল ময়ূরপঙ্খী আকাশ
মুঠো মুঠো ক'রে ছড়ায় একী এ মায়া
ছোটো ট্রাক এলো—এলো যেন পাল তুলে
প্রতিধ্বনিতে ভুললো দুললো মন
অক্ষৌহিনী স্বপ্ন দেখছে স্বপ্ন দেখছে বন
ভৌতিক বনে রুদ্ধ-কণ্ঠ একী গান একী গান
এই আশ্বিনে রক্তিম সন্ধ্যায়।

কেমন ক'রে যে রাত ভোর হয়
কেমন ক'রে যে প্রহর গড়ায় লড়ায়ের ময়দানে
কুয়াশায় ঢাকা হে পত্রবাহী ট্রাক ;
মেঘদূত তুমি, তুমিই কুটিল বজ্রের হুঙ্কার
বেদনায় ম্লান তুমিই পঞ্চশর,
চষা মাঠ ছেড়ে আকাশে ছড়াও ডানা
দূর দূরান্ত পার হয়ে এসো বলো বলো ওগো বলো
বধূকে আমার দেখেছ ওখানে তুমি।
স্বপ্ন-নিরতা বধূকে আমার বিষাদে মলিন মুখ ?

এই যে সোনালী আশ্বিন
এই দিক দিগন্তে সোনা
নাকি সে আমার বধূর অঙ্গরাখা ?
সে যে কী বলেছে আমায়, বাতাস
সে যে কী বলেছে আমায় ?   একটু থামো
লড়ায়ের আগে যেমনি দাঁড়াতে তেমনি ক্ষণিক দাঁড়াও।
বাতাস দাঁড়াও।

"কোনো চিঠি নেই", হেঁকে গেল সার্জেণ্ট।

## রূপকথার রাত

হে সূর্য এ কী বিনিদ্র ঘোর রাত
পতিহীন গৃহ কী নীরব নিঃঝুম
ভয়ের দানব প্রোষিতভর্তৃকার
দুই চোখ হ'তে ছিঁড়ে খুঁড়ে নেয় ঘুম।

ভয়ের দানোকে কে ছেড়ে দিয়েছে—কে ?
কে কেড়েছে ঘুম বিনিদ্র বনিতার
আলোক নিভিয়ে কে দিল নিষ্প্রদীপ ?
রূপকথা আজ কেউ তো শোনে না আর।

কাঁটা-প্রান্তরে নাচো হে মায়াবী নাচো
চাইনে চাইনে তোমার প্রেমের দান
প্রণামের চেয়ে বিনত হয়েছে প্রেম
পূবের লড়ায়ে প্রেমিক দিয়েছে প্রাণ।

তোমার পরশ অঙ্গে পাওয়ার আগে
এ স্বর্গ হ'তে বিদায় হয়েছে নারী
রুক্ষ হাওয়ায় ঝ'রে গেছে যার চুমো
হাওয়ায় কী আজ শোনো না রোদন তারই ?

কী যে অসহ্য এ দূরে থাকার জ্বালা
এ যুদ্ধ দিল পেয়ালায় ভরা বিষ
তোমার তনুতে এ তনুর উত্তাপ
সেদিনও তো ছিল,—ছিল যে অহর্নিশ।

তোমার দু'চোখে ভয়ের কঠিন ছায়া
দেখিনি তো আমি, দিইনি কোনই দাম
মিলনের ক্ষণে হৃদয় ভাঙানো গান
হৃদয়কে ছুঁয়ে হয়নি তো উদ্দাম।

বসুন্ধরার এ-যেন আর এক রূপ
তোমারই মতোন চুপি চুপি দেখি আজ
প্রৌঢ় দিবস কালো মেঘে ঢাকে মুখ
মধ্যনিশীথে নাচ সুরু করে গাছ।

শোনো শোনো এই নিশায় আমার হৃৎপিণ্ডের ডাক
শূন্য শয়নে অজান্তে খুঁজি, কোথায় কোথায় তুমি
আমি তো ওদের কেউ নই, আমি তোমাকেই চাই আজ
তুমি ছাড়া সব শূন্য আমার এ জীবন মরুভূমি।

আমার এ দেহে রক্তমাংস পরমান্ন তো নয়
ঝিরিঝিরি স্রোত সাগরের প্রেমে আজও হয় উদ্দাম
এ মরু-জীবন বোনের স্নেহের চেরাপুঞ্জীর মেঘ
আজো চায়, তাই ওদের খাতায় আমি লেখায়নি নাম।

প্রেমিক-যুগল আসবে তাইতো অশথ বিছায় ছায়া
পাতারা হাসবে খুশীতে, তাইতো রৌদ্র ছায়ার নাচ
শিমুলের তুলো উড়বে, তাইতো বাতাসের আনাগোনা
মেঘ থেকে মেঘে, তাইতো ওদের কেউ নই আমি আজ।

ওগো আমি শুধু তোমার, আমি যে ধ্যানে জাগরণে দেখি
উত্তরীয়ের ছিন্ন বসন, দূর বনান্তগামী
তোমার চরণ-চিহ্ন, তোমার ভূমিশয়নের স্থান।
ঘুমাও ঘুমাও হে ভীরু আমার, এ রাত জাগব আমি।

শপথ নিলাম, উষার আশায় এখানে জাগব আজ
এ ভাঙা দুনিয়া কালোয় ঢেকেছে মধ্যযুগের রাত;
হয়তো সেদিন থাকব না, তবু ঝড় তো থামবে আর,
আবার আসবে মন্থর পায়ে রূপকাহিনীর রাত।

প্রেমের কথা বলো আমায়, সাগরে দাও ঢেউ
ছায়াবীথির নীচেও আহা রোদন জাগে বুকে
প্রেমের কথা বলো তোমার, আমার কাটে কাল
চিঠি লিখেই, দুরাশা আশা দু'হাতে দেয় তাল,
পারীর থেকে গহন বনে চিঠি আসুক, আর
বলো না ওগো প্রেমের কথা বলো না ততোকাল।

প্রেমের কথা বলবে তুমি, দ্বৈত লঘু নাচ
হাওয়ার মুখে দেবেই ছুঁড়ে কঠিন বিদ্রূপ।
দেখিনি আমি দেখেনি সে-ও এ কী নতুন নাচ
বেহালাগুলো কী সুরে বাজে কবিও শুনে চুপ।
প্রেমের কথা বলবে তুমি কথায় গেঁথে কথা,
রাতের সুরে যখন হ'লো আকাশ অপরূপ

প্রেমের কথা বোলোনা আর, হৃদয়ে গেল ডুবে
হৃদয় ভাঙানিয়া আমার গানের যত সুর
প্রেমের কথা বোলোনা, বলো বধূ কোথায় আজ
কাছেই, নাকি অনেক দূরে, ওগো শহীদ মাস
প্রেমের কথা বোলোনা, দেখ উনুনে গন্‌গন্
আগুন থেকে হাওয়ায় ওঠে চুমোর মৃদু বাস।

প্রেমের কথা বলবে বলো উপমা দাও তার
প্রাণের সাথে, পাখীর সাথে যা খুশি দাও মিল
প্রেমের কথা বলো, এখন পাপ যা কিছু আর।
মানুষগুলো পাগল হয়ে হাওয়ায় হেনে ভয়
পাখী তাড়ায় রিক্ত শাখে, নীরব নীড়ে যার
ছেড়েছে মায়া গিয়েছে উড়ে সুখের গাংচিল।

প্রেমের কথা বলবে বলো, বলেছ বহুবার
প্রেম যে ওগো গানের মতো মেদুর করে মন
মীরজাফরী বিকোনো-মন ভুলেও হায় আর
ভালবাসার নাম করে না ; আঁধার ঢাকা বন।

আমরা তবু প্রেমের কথা বলব যতকাল
সূর্য এসে বসবে পাটে গাইবে পাখী গান
প্রেমের কথা বলব শুয়ে, স্বপ্ন উপাধান ;
আমরা হব স্বর্ণচাঁপা হাওয়ায় দেব তাল।

বলবে তুমি আমায় এসে "কলম রাখো আজ

## শহীদ স্পেন

মনে প'ড়ে যায় স্পেনের হাওয়ায় সেদিন কিসের গান
হৃৎপিণ্ডের তালে তালে দিত ক্রুদ্ধ ঢেউয়ের মিল
সে গান ছড়াত শিরায়-শিরায় অগ্নিস্রোতের বান
আর ব'লে যেত কেন এ অপার আকাশ নীলিম নীল।

সে তো গান নয় ঊর্মিমুখর সাতসাগরের ডাক
মানসযাত্রী হংসকূজন-ছন্দিত সেই গান
শেষ কলি তার চাপা কান্নায় থরো থরো নির্বাক
গান্ধারে তার লবণ ঢেউয়ের প্রতিশোধ সন্ধান।

কি দুঃসময় সূর্য ছিল না, জাগেনি নীলকমল
বোমার ক্ষুধায় কেঁদেছে বালক, মহামানবের মন
স্বপ্ন দেখেছে শেষ হবে এই অত্যাচারের কাল
তবু তো শুনেছি সে আঁধার রাতে এ গানের গুঞ্জন।

ক্রুশবিদ্ধ সে প্রেমের ঠাকুর স্নিগ্ধ ললাট যাঁর
রক্তিম হ'লো যে কাঁটার ঘা'য় সেই সে কাঁটার গান
হাওয়ায় হেনেছে এ গানের সুর, উত্তাল বেদনার
নীরব সাগরে তুফান তুলেছে, শিউরে উঠেছে প্রাণ।

গুন্ গুন্ ক'রে ফিরত সবাই, সাহস করেনি কেউ
মুক্ত গলায় হানতে হাওয়ায় নিষিদ্ধ সেই গান
বসুন্ধরায় আরাব তুলেছে মারী-মড়কের ঢেউ
তবু তো জ্বালালে হে সূর্য-দিন আশায় অসাড় প্রাণ।

আমি যে বৃথাই খুঁজে ফিরি হায় অলকানন্দা সুর
মারণ-প্রহার বসুন্ধরার দু'চোখে ঝরায় জল
বধির এ যুগ—ঊর্মির গান অনেক অনেক দূর
ঝর্ণার গান শোনেনা তো আর উধাও নদীর জল।

কাঁটার কিরীট, রিক্ত শাখায় আবার জ্বালাও গান
কতদিন হ'লো সেই গান শুনে তুফানে পেতেছি বুক
কেউ বাকী নেই কম্বুকণ্ঠে কে আর ধরবে তান
স্পেনে প'ড়ে আছে গায়কের শব শ্যামল বনানী চুপ।

কী যে সাধ হয় নিঃশ্বাস ভ'রে বিশ্বাস করি আজ
স্পেনের হৃদয়ে মাটির গর্ভে গুপ্ত রয়েছে গান
কোন্ সোনা ভোরে মূকের কণ্ঠে গর্জে উঠবে বাজ
জয়যাত্রায় পঙ্গু শুনবে তূর্যের আহ্বান।

স্বর্ণ-উষার চেল অঞ্চল মুছে দিয়ে যাবে কাল
মানবশিশুর ললাট-লেখায় রক্ত-ব্যথার দাগ
মুক্ত গলায় জীবনদোলায় সঙ্গীত দেবে তাল
গান ছুঁড়ে দেবে হাওয়ায় হাওয়ায় কৃষ্ণচূড়ার ফাগ

১৯৩৬ সালে গণতন্ত্রী স্পেনকে ধ্বংস করার জন্য বিদেশী সাহায্যপুষ্ট ফ্রাঙ্কোর ফাশিষ্ট বাহিনী আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে স্পেন আক্রমণ করে। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য স্পেনের সাধারণ মানুষ একত্রিত হন। তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ান অন্যান্য দেশের প্রগতিবাদী মজুর কৃষক আন্দোলনের কর্মীরা। এঁদের মধ্যে অনেকেই ফাশিষ্টদের হাতে প্রাণ দেন। আরাগঁও এমনি এক স্বেচ্ছাসৈনিক হিসেবে সেদিন স্পেনের এই মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু, ফাশিষ্ট আক্রমণের মুখে গণতন্ত্রী স্পেন আপ্রাণ সংগ্রাম করেও শেষ-রক্ষা করতে পারেনি। স্বেচ্ছাসৈনিকদের কেউ কেউ দেশে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু পিছনে রেখে এসেছিলেন রক্তাক্ত শহীদ স্পেনকে।

## ঋতুরাজ

শেল্ট-এর বুকে বজরার থেকে সুদীর্ঘ চীৎকার
কবোষ্ণ-তনু তন্বী রাতের ঘুম হ'লো খান্ খান্
রেডিওতে বেজে উঠল কী এক পুরোনো প্রেমের গান
আহা সে কী সুর, ছুঁয়ে গেল মন হৃদয়বীণার তার।

স্বপ্ননিরতা তরুণীর পাশে কে যেন কে ছিল শুয়ে
বজরার ছাদে, আমার চোখেও স্বপ্নই ছিল তবে ?
কে যেন কোথায় ডাক দিয়ে যায়, "আবার তো দেখা হবে,"
অস্ফুট স্বরে কে যেন জানায় "ম'রে যায় নরওয়ে।"

সীমান্তবাসী মানুষের মনে এ কিসের অভিলাষ
ফল্গুর মতো ছুঁয়ে যেতে চায় বিদেশের কান্তার
এখানেই সুরু ফ্রান্সের সীমা, বিদেশ এখানে শেষ
ভিন্ন নিশান তবুতো আকাশ একটাই,···নেই আর।

আকাশ-নয়না বৈশাখ এলো এই তো সে বৈশাখ
এরই তো আশায় সারাটা বছর ব'সে কাটিয়েছি কাল
এই তো সে মাস মদের মতোন রক্তে ছড়ায় সুর
তন্বী দিনেরে ঘোমটা পরায় কৃষ্ণচূড়ার লাল।

তুমি তো এলে না অনঙ্গদেব নবজন্মের পর
কতোকাল ধ'রে দু'চোখ সয়েছে কারার অন্ধকার
মরণ তোমার মধুর করেছে কোন প্রেয়সীর প্রেম
বিশ্বাস করি সেকথা, এমন ইচ্ছাও নেই আর।

বধির আমরা শুনিনি শুনিনি বসুধার চীৎকার
সারা গায়ে মাটি মুখেও মুখোশ, মাথায় শিরস্ত্রাণ
স্বপ্নমিনার পাহারা দিয়েছি সারাটা শীতের কাল
পিঠ নুয়ে গেছে পিঠের বোঝায়, বর্মে ঢেকেছি প্রাণ।

ভেবে হাসি পায় কে কোথা ঘুমায় কবোষ্ণ শয্যায়
শিশুদের হাতে খেলার পুতুল, সে যেন আর এক দেশ ;
কানা অয়লার, দৃষ্টি ছাড়াই সেওতো দিয়েছে কাল
গ্রহে উপগ্রহে কক্ষপথের নির্ভুল নির্দেশ।

আলো নেই, চোখে আশা নেই, বুকে প্রেম নেই, কিছু নেই
নিষ্প্রাণ প্রেত, বৃথা খুঁজে মরি দিন-বদলের দিন
ঘুরে ফিরে সেই বার বার ধরি পুরোনো কথার খেই
পুরোনো শপথ, পুরোনো বড়াই, নেই সুদ, নেই ঋণ।

হে মৃত মানব ! কবে ফিরে পাব জীবনের অধিকার
কোথায় দুয়ার, কোথায় হাওয়ায় গাণ্ডীব-টঙ্কার
কোথাও কি নেই ফাগুন হাওয়ায় চুম্বন সৌরভ
কোথাও কি নেই শেকল ছেঁড়ার ঝন্ ঝন্ ঝঙ্কার ?

শেল্ট—জার্মানী ও ফ্রান্সের সীমান্তবাহী নদী।
অয়লার—মধ্যযুগীয় গাণিতিক এবং জ্যোতির্বিদ। ইনি যৌবনে অন্ধ হ'য়ে যান।

তুমি নেই তবু কেন ফোটে ফুল, প্রেয়সী প্রিয়া আমার
এই ফুল কার সাজাবে অলক, তুমি ছাড়া আর কার ?
তুমি নেই তাই চৈত্র-সন্ধ্যা বৃথাই ছড়ায় ফাগ
ফাল্গুন হাওয়া মনে হয় আজ নরকের চীৎকার।

ফিরে দাও গান, স্বর্গ আমার, বধূকে ফিরিয়ে দাও
বধূ নেই তাই শূন্য আকাশ, বাতাসেও নেই গান
ফাল্গুন, সে তো গোবী সাহারার ধুধু বালি প্রান্তর
ছায়া ব্যথাময়—এ সূর্যোদয়, অপমান অপমান।

## অসমাপ্ত কবিতা

সঙ্গিনীহীন বিহগ গাইছে গান
কশাইখানায়, কূজন জাগল তার
যুদ্ধের মাঠে আমরাও ডাকি হায়
উষায় উষসী প্রেয়সী তুমি কোথায় ?

এখানে আষাঢ় ওড়ায় সবুজ দিন
লাফ দিয়ে ছোটে মেষশাবকের পাল
দিকদিগন্তে হরিত ধানের ক্ষেত
কোন্ মায়া আঁকে কোন দূর অলকার
ময়ূর ময়ূরী প্রোষিতভর্তৃকার
কোন্ ছবি আঁকে এ কিসের সঙ্কেত !

রামধনু ঋতু ! এ কোন্ ভবিষ্যৎ
সোনা রৌদ্রেও করেনা তো ঝল্‌মল্‌
ক্ষত-বিক্ষত বেদনায় দুর্বল
এ কোন স্বপ্ন মেঘ হয়ে ছুঁতে চায়
কালরাত্রির আঁধার অতল-তল ।
প্রেয়সী তোমার কম্পিত তনুমন
আমাদের বুকে দ্বিধা বিদীর্ণ প্রাণ
ঢিমে তেতালায় গান গায় গুন্ গুন্
সব ফাল্গুনে একই আগুন জ্বলে
আশ্লেষ চায় আমাদেরও ফাল্গুন ।

যে অধরে কোনো চুম্বন লাগবে না
যে অলাত হ'লো স্ফুলিঙ্গহীন ছাই
যে বাস্তুভিটা নিলামে উঠল আজ
সূর্য মলিন তাদের এ লজ্জায় ;
অবগুণ্ঠনে পূর্ব্বাশা ঢাকে মুখ
ফ্লাণ্ডার্স-হিম ঢেকে দিল প্রান্তর
দূরে বহুদূরে আমাদের ফাল্গুন
আকাশপদ্মে ভোমরার গুন্ গুন্
তুমি পাশে নেই প্রিয়া গো প্রিয়া আমার
তবু কেন আজ হাওয়ায় এ ঝঙ্কার ?
কোন্ প্রেম বল চির-আনন্দ প্রেম
কোন্ প্রেমে বলো আকণ্ঠ ডুবে কাল
ভেরোনার কোন নীলিমায় নীল শিব
পান করেছিল কালকূট ভেরোনাল
তোমার পাত্রে আকাশের নীল মদ
হঠাৎ হাওয়ায় জাগল আমার গান
ছাপিয়ে উঠল অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্
আমার গানের স্বচ্ছ রঙীন সুর
পার হতে চায় মৃত্যু গহন বন ।

জানি তুমি আছ ভোর ভোর রাতে ভঁয়রোয় কাঁপা গান
প্রেয়সী আমার সাহারা আমার, আমার মরুদ্যান ।

## জবা-গোলাপ

কুসুমের মাস, দিনবদলের মাস
বৃষ্টিবিহীন ওগো শ্রাবণের দিন
কী ক'রে ভুলব গোলাপ জবাকে আজ
যে জবা গোলাপ দূর দিগন্তে লীন।

কুটিল হাতের মরণ কাঠির ছোঁয়া কী ক'রে ভুলব
কী ক'রে ভুলবে প্রাণ
মিলিটারী লরী বোঝাই প্রেমের ভার কুটিলচক্রী বিভীষণ দিল দান।
সূর্যের আলো জনতার চীৎকার, অশ্বারোহীর উদ্দাম পদপাত
কলগুঞ্জিত মৌমাছি রাজপথ, চূর্ণ হাওয়ায় উচ্ছৃঙ্খল রাত।
যুদ্ধের আগে বেলেল্লা হল্লার হুঙ্কার কথা কী ক'রে ভুলবে মন
রক্তিম চুমো ইঙ্গিত দিল আজ রক্তপাতের লগ্নের আগমন।
দুঃসাহসের দুর্গচূড়ায় কোন্ মরণপ্রেমিক সৈনিক ছিল কাল
মাতাল সঙীন বুক চিরে দিল আর রক্তজবার পাপড়িরা হ'লো লাল।

ফুলেল হাওয়ায় তোমার ফুলের বন
আলোক-আঁধার মাতাল করেছে যার
সেই আমি বলো কি ক'রে ভুলব ফ্রান্স, কোন যুগান্তে অস্ত
হ'লো না কার।
লবনভু আমি গোধূলির যন্ত্রণা বুকচেপেধরা স্ফিংক্সের স্তব্ধতা
ভুলবনা আর আমাদের পথ ছেয়ে-ফুলবৃষ্টির অরব অজস্রতা।
সেই ফুল দেখে ভয়ের ডানায় ওড়া সৈনিক বৃথা আশ্বাস পেল বুকে
গৃহহীন বৃথা আশ্রয় খোঁজে আজ, বিদীর্ণ দিন উন্মাদ বন্দুকে।

জানিনা তো আমি সেই ঘুরে ফিরে আজ
স্মৃতির ঘূর্ণি এইখানে কেন নামে
হাহা করে মাঠ···সেনাপতি···কালো দিন
গ্রামের সীমায় অরণ্য এসে থামে।

এখানে তো রাত···কোলাহল নেই শত্রুঘুমায়···বন
পারীরে আমার···আমার পারীর পতন হয়েছে কাল
হাওয়ায় হাওয়ায় খবর এসেছে, কী ক'রে ভুলবে মন
দ্বৈত প্রেমের ব্যর্থতা আর গোলাপ জবার লাল।

কোমল কপোল মৃত্যুর রাগে রক্তিম হ'লো যার
ফ্লাণ্ডার্স জবা, জবার তোড়ায় জ্বালালে রঙের চিতা
দিগন্তজ্বালা আগুনের রঙে আঁজুর গোলাপ আজ
পতনের দিন হে ভীরু গোলাপ পাপড়ি রাঙালে বৃথা

ফ্লাণ্ডার্স—এইখানে জার্মানদের হাতে ফরাসীদের ভাগ্যবিপর্যয় হয়।
আঁজু—ফরাসী শহর, লাল গোলাপের জন্য বিখ্যাত।

## গাথা

বোমারু বিমান ডানা মেলে দিল, উদ্বাস্তুর দল
আবার যখন ফিরল তখন দারুণ দ্বিপ্রহর
আহা কী ক্লান্তি কপাল চাপড়ে মাটিতে গুঁজল মুখ
থমকে যখন ফিরল তখন দারুণ দ্বিপ্রহর
নারীদেহগুলো নুইয়ে দিয়েছে পিঠের বোঝার ভার
মানুষগুলোকে পাগল করেছে বিপদ বাধার ঝড়।

নারীদেহগুলো নুইয়ে দিয়েছে পিঠের বোঝার ভার
শিশুরা কেঁদেছে হারিয়ে পুতুল রঙীন খেলনা আর
অর্থ কিছুই বোঝেনি শুধুই দেখেছে দু'চোখ ভ'রে
শিশুরা কেঁদেছে হারিয়ে পুতুল রঙীন খেলনা আর
জলে ভেজা ভারী চোখের পাতাকে টান টান ক'রে মেলে
দেখেছে সেদিন ভাঙা দুনিয়াটা বালকের সংসার
আহা জলে ভেজা চোখের পাতাকে টান টান ক'রে খুলে।
রাস্তার মোড়ে রুটিওলার ঐ দোকানটা পুড়ে থাক
চৌরাস্তায় মেশিনগানের আওয়াজ উঠল দুলে।

রাস্তার মোড়ে রুটিওলার ঐ দোকানটা পুড়ে থাক
সৈন্যরা সব ফিস্ ফিস্ ক'রে কী যেন গুণছে আর
কর্ণেলটার কিছুই হয়নি এমনিই ওর ভাব
সৈন্যরা সব ফিস্ ফিস্ ক'রে কী যেন গুণছে আর
হিসেব করছে কে মরল আর আঘাত লাগল কার

স্কুল ঘরটাকে চিরে ওঠে এক আর্তির চীৎকার
হিসেব করছে কে মরল আর আঘাত লাগল কার
ঘরে যে ওদের প্রণয়িনী আহা কী বলবে ওরা কাল
প্রেয়সী আমার যদি না যেতাম দূর বিদেশের পার।

ঘরে যে ওদের প্রণয়িনী আহা কী বলবে ওরা কাল
ওদের ছবিই বুকে নিয়ে আজো ছেলেরা কাটায় রাত
মরাল পালায় তবুতো আকাশ থাকবেই চিরকাল
ওদের ছবিই বুকে নিয়ে আজো কতো রাত কাটে কার
কেউ না জানুক জানে সেই কথা ষ্ট্রেচারের ক্যানভাস
সবার বুকেই আলোকচিত্র স্মিতমুখ বনিতার
কেউ না জানুক জানে সেই কথা ষ্ট্রেচারের ক্যানভাস
এই ছেলেদের নিয়ে যাব দূরে এই যে ছেলের দল
রক্তে ওদের লাল হয়ে গেছে দেহের বহির্বাস।

এই ছেলেদের নিয়ে যাব দূরে এই যে ছেলের দল
কে জানে পুড়িয়ে এত কাঠ খড় কে জানে কি হবে কাল
সার্জেণ্ট, শোনো ততদিনে ম'রে যাবে এ ছেলের দল
কে জানে পুড়িয়ে এত কাঠখড় কে জানে কি হবে কাল
ওরা কি তা'হলে তালীবনশ্যাম সৈঁয়াতোমে যাবে ফিরে
পথে যেতে যেতে কী দেখবে ওরা কোন সুরে দেবে তাল ?
পারবে কি ওরা তালীবনশ্যাম সৈঁয়াতোমে ফিরে যেতে
সাঁজোয়া বাহিনী ছিন্ন করেছে সাগরে যাওয়ার পথ
দেখবে সেখানে শত্রুসেনানী শহর রয়েছে ঘিরে।

সাঁজোয়া বাহিনী ছিন্ন করেছে সাগরে যাওয়ার পথ
শুনেছি আমরা এরই মাঝে ওরা আবেভিয়ে নিল কেড়ে
দূরগত হোক তোমার আমার সকলের যত পাপ
"শুনেছি আমরা এরই মাঝে ওরা আবেভিয়ে নিল কেড়ে"
পথে যেতে যেতে খবর ছড়াল কামানবাহীর দল
পেছনে জমাট নাগরিক ভিড়ে খবরটা দিল ছুঁড়ে
পথে যেতে যেতে খবর ছড়াল কামানবাহীর দল
আহা কী মলিন চেহারা ওদের ছাইমাখা কঙ্কাল।
এলোমেলো রুখু পিঙ্গল চুল চোখগুলো চঞ্চল।

আহা কী মলিন চেহারা ওদের ছাইমাখা কঙ্কাল
ভিড় ঠেলে ঠুলে সামনে এগোল কে যেন কে এক লোক
সে খবর শুনে হা হা ক'রে হেসে তুড়ি দিয়ে দিল তাল
ভিড় ঠেলে ঠুলে সামনে এগোল কে যেন কে এক লোক
কয়লাখনির খাদের মতোন আঁধার বরণ যার
সে যেন জীবন রামধনুরঙে আঁধারের মতো শোক ;
কয়লাখনির খাদের মতোই আঁধার বরণ তার
জোয়ান আবার ঘরে ফিরে যায় ঘরে ফিরে যায় ফের,
হয়তো সেখানে মৌমাছি, নয় ঝিল্লীর ঝঙ্কার।

জোয়ান আবার ঘরে ফিরে যায় ঘরে ফিরে যায় তার
চেঁচিয়ে জানায় "আসছি আবার কিছুতে মানিনা ভয়
বোমার বৃষ্টি হোক্ সে, হোক্ সে বজ্রের হুঙ্কার"
চেঁচিয়ে জানায়, "আসছি আবার কিছুতে মেনো না ভয়

বুকে গিঁথে যাক গোটা দুই গুলি একটা না যদি হয়
ঢের ঢের ভালো যেখানে রয়েছ সেখানেই ম'রে যাওয়া
অজানা অচেনা বিদেশে বিভূঁয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে
ঢের ঢের ভালো শত সংগ্রামে রক্তের স্রোতে নাওয়া।

বিদেশে বিভূঁয়ে পালানোর চেয়ে ঢের ভালো ম'রে যাওয়া
আবার ধরেছি ঘরমুখো পথ আবার চলেছি ফিরে
ফাঁকা পেট তবু পূর্ণহৃদয়ে কী তান হয়েছে গাওয়া
ধরেছি আবার ঘরমুখো পথ চলেছি আবার ফিরে
হাতিয়ার নেই, চোখে জল নেই, নেই নেই কোনো আশা
ভবঘুরে হই অধিকার নেই, শাসন রেখেছে ঘিরে
হাতিয়ায় নেই চোখে জল নেই নেই নেই কোনো আশা
নিরাপদ ঐ প্রাসাদের ওরা—ওরা কি বুঝবে জ্বালা
ওরাই সেদিন পুলিস লেলিয়ে ভেঙেছে সুখের বাসা।

নিরাপদে আছে প্রাসাদের ওরা,—ওরা কি বুঝবে জ্বালা
বোমার আগুনে আমাদের ওরা দু'হাতে দিয়েছে ঠেলে
বলেছে সেদিন "এই তো নিয়তি চালারে লড়াই চালা
বোমার নীচেই ফিরে যা কি ক'রে নিয়তি ফেলবি ঠেলে"
"কেন যে খুঁড়ব নিজের কবর রাত্রে মশাল জ্বেলে
চলেছি আমরা তবু বেঁচে আছি বেঁচে আছে আহ্লাদ
আমাদের বৌ ছেলেমেয়ে হয়ে, আবার আসছি ফিরে
ধন্যবাদ তো দেবনা আমরা দিইনা ধন্যবাদ।"

রুক্ষ পথের গৌতম ওরা কত না দীর্ঘ রাত
বৌয়ের ছেলের হাত ধ'রে নিয়ে কখন ধরেছে পথ
রুক্ষ পথের কাঁটায় কাঁকরে রক্তিম পদপাত
দগ্ধ গৃহের তপ্ত উঠানে থামায় চরণ রথ
রুক্ষ পথের গৌতম ওরা কখন ধরেছে পথ
ওরা চ'লে গেছে আকাশে ফুটেছে দৈত্যের মতো ছায়া
ভর সইবার নড়িও ছিল না বোঝায় ক্লিষ্টপথ
ওরা চ'লে গেছে আকাশে ফুটেছে দৈত্যের মতো কায়া
( অগ্নি আলোকে ক্রুদ্ধ আকাশ )—আহা কী বিশাল ছায়া !

দ্বিতীয় রিচার্ড-চল্লিশ

এ দেশ আমার হালভাঙা এক নাও
বহু পুরাতন নাবিক গিয়েছে ছেড়ে
আমি যেন আজ সেই রাজা অসহায়
বন্ধুরা গেছে ভেঙেছে সুখের হাট
তবু তো সে তার দুঃখের সম্রাট।

ধূর্তামি ছাড়া বেঁচে থাকা আজ দায়
বাতাসও মোছেনা আমার অশ্রুপাত
প্রেম কি আজকে ঘৃণায় ঢাকব হায়
হারানো মাণিক ফিরে দিতে হবে তা'ও
আমি যে আমার দুঃখের সম্রাট।

শীতল শিরায় রক্ত বইবে তবু
হৃদয়ে যদি বা মরণও ফোটায় দাঁত
দু'য়ে আর দু'য়ে এখন হয় না চার
অন্ধের সাথে ডাকাতরা খেলে পাশা
আমি যে আমার দুঃখের সম্রাট।

সকাল সন্ধ্যা দগ্ধ দিন দুপুর
আকাশটা কি যে বিবর্ণ পাণ্ডুর
ফুলের দোকানে ফাল্গুন ম'রে যায়
উজল দিনের পারী গো দাও বিদায়
আমি যে আমার দুঃখের সম্রাট।

বনঝর্ণার সঙ্গীত ভুলে যাও
লুকাও লুকাও কাকলিমুখর মাঠ
বন্দীশিবিরে বন্দী তোমার গান
কিরাত ব্যাধেরা এখন এদেশে রাজা
আমি যে আমার দুঃখের সম্রাট।

সইতেই হয় জীবনে দুঃখ তাপ
ফ্রান্সকে তোদের খান্ খান্ ক'রে কাট
জীন্দার্ক গেছে যেই দিন ভকুল্যর
সেইদিনও ছিল পাণ্ডুর উষাকাল
আমি যে আমার দুঃখের সম্রাট।

# রাত

১, মে মাসের রাত

পিশাচও যায়নি সে পথে ভুলেও যে পথে গিয়েছি আমি
প্রান্তরে তবু কঠিন কুয়াশা আমাকে ছেড়েছে পথ
মাটির শিয়রে জেগেছিল শুধু কুমারী তন্বী রাত
আমরা যখন পেরিয়ে এলাম লা বাসের পর্বত।

ধু ধু মরুভূমি দাউ দাউ ক'রে খামার জ্বলছে বুকে
খানায় গর্তে আগাছাও করে মৌনতা অনুভব
মাথার ওপরে বোমারু বিমান জপের মন্ত্র ব'লে
মাটিতে ছড়াল ফুল টুপ্ টুপ্ বোমার মহোৎসব।

ভয়ে সংশয়ে এলোমেলো ছোটে ত্রস্ত প্রেতের দল
বহুবার চেনা জনারের ক্ষেতে পাক খেয়ে খেয়ে ঘোরে
আরাসে চলেছে গৃহদাহ লাল লেলিহান শিখা জ্বলে
দিগন্ত জানে শিখা নয়—ওযে ভয়ের নিশান ওড়ে।

আমি দেখি আজ দু' দু'টো কঠিন যুদ্ধের সঙ্ঘাত
এখানে কবর, সমাধি, শ্মশান ; ওখানে পাহাড়, মাঠ
তরুণী রাত্রি অনাথা বোনের হাত ধ'রে চ'লে যায়
আমাদের ছায়া বিগত যুগের ছায়ার মেলালো হাত।

যেখানে পতাকা ওড়ে না, যেখানে ক্রুশে লেখা নেই নাম
সেখানেই ওরা স্বপ্নে ঘুমায়, ঘুমায় মাটির বুকে
ক'ড়ে আঙুলেও দেখায় না কেউ ওদের সমাধি আর
ওরা কি রইবে কাহিনীতে শুধু—সব ঋণ গেছে চুকে ?

ভয়ে আধমরা পিশাচ এসেছে বিশ বছরের পর
আমি আঁকাবাঁকা ভোরের সরণি, আমি যে অনেক ঘুরে
বহু ঘুরপথে বন্ধুর পথে জেনেছি কোথায় যায়
নামহীন যত সমাধির শব কোথায় কতটা দূরে।

এইতো ঝাপ্‌সা স্মৃতির মূল্য! অনেক সয়েছে প্রাণ
সব শেষ হ'লো, বিশ্রাম আজ, কে বলেছ "আর নয়",
অগ্নিবর্ষী কামানের মুখে? ব্যর্থ শান্তিদূত!
শাদা ক্রস, ঘাস, এইতো মুক্তি অব্যয় অক্ষয়।

মৃতদের দেহে একটু যদিবা স্পন্দন লাগে আজ
মনে হবে তবে মৃত নয় ওরা ঘুমায় স্বপ্ন সুখে
এ নিশীথে আজ মনে হয় যেন মৃতরা জীবিত আর,
জীবিতরা মৃত, তফাৎ শুধুই শোয়নি মাটির বুকে।

রাত্রি কখনও ছিল কি এমন অসীম রাত্রিময়
আঁধার মানস কোথায় স্বপ্ন-আলোকের সম্পাত?
তবুতো কোথাও ফুটেছে বকুল হাওয়ায় গন্ধ বয়
চল্লিশ সাল, আঁধার এ রাত—মে মাসের এক রাত।

## ২, ডানকার্কের রাত

আমরা চলি আজ সকাল হ'তে সাঁঝ বিরামহীন পা'য় অনর্গল
চলার ঘায়ে ঘায় ছিন্ন হয়ে যায় তন্বী ফ্রান্সের চেলাঞ্চল

সাগর সৈকতে এসেছি কোনমতে হাজারে লাখে লাখে বাঁধি শিবির
ওপরে শুধু আজ অসীম নীলাকাশ সাগর বাতাসের প্রেম নিবিড়

সাগরে শৈবাল যেমনি ভেসে যায় তেমনি ভেসে যায় মৃতের দল
জটায়ু দেহ যার পান্‌সী ডিঙা আর ছিন্নপাল কেউ ভগ্নতল

দিন ও রাতভোর যেখানে মন্থর বাতাসে রী রী করে মড়ার বাস
সেখানে ওঠে আজ একী এ কী আওয়াজ বনে কী দাবানল এনেছে ত্রাস

জীবন মরণের ভগ্ন তোরণ এই আকাশে তোলে তার ছিন্ন হাত
বুকের নীচে সব করি যে অনুভব ছিন্ন হৃদয়ের রক্তপাত

লক্ষ ঘরছাড়া লক্ষ সবহারা লক্ষ মানুষের লাখ হৃদয়
কবে যে আরবার গাইবে বার বার প্রেমের গান বলো কোন সময় ?

প্রেমের ঠাকুর ওগো নীলিমানীল শিব তোমারই মতো আমি ব্যথায় নীল
ব্যথায় বেদনায় এ তনু মন ছায় তোমার সাথে আজ একী এ মিল

আমার বেদনার অসহ এই ভার বুঝবে শুধু সেই হতভাগাই
প্রাণের চেয়ে যার প্রাণের বেদনার অধিক দাম দিতে দুঃখ নাই

রাতের কালো পটে যেমন ফুটে ওঠে বহ্নি কুসুমের লেলিহ প্রাণ
রাগিনী পঞ্চমে তেমনি গেয়ে যাব এ ব্যথা কামনার দৃপ্ত গান

নিশির ডাক হয়ে রাতের পথ বয়ে হাওয়ায় হেঁকে যাব তীব্র ডাক
দগ্ধ ছাদ হ'তে পড়বে রাজপথে নিশিতে পাওয়া লোক রুদ্ধবাক্

"ছুরীতে শান দেবে ছুরীতে শান দেবে" কে যেন যেত হেঁকে ভোর বেলায়
তেমনি ক'রে আজ আমিও দেব ডাক—প্রেয়সী প্রিয়া তুমি আজ কোথায়

ডাকব অবিরাম, "নয়ন-অভিরাম সে দু'টো কালো চোখ কই কোথায়
কপোতী হে আমার কপোতী বেদনার কোথায় গেছ উড়ে কোন ব্যথায়?"

মরণ যাত্রীর তীব্র আর্তির বিপুল হাহাকার বোমার ঝড়
মাতাল বেহেডের প্রলাপ জমে ঢের, ছাপিয়ে যাবে সব আমার স্বর

বলব বার বার, "সুধার ভৃঙ্গার তোমার ও অধর প্রিয়া আমার
আমারে ঢেলে দিত প্রেমের অমৃত প্রেমকে ফিরে দিত জীবন তার

আমারে রেখেছ যে তোমার বাহুমাঝে অজেয় দুর্গ যে বাহু তোমার
আমি তো মরব না মরণ-যন্ত্রণা স্মৃতিকে মুছে নেওয়া অন্ধকার"

এখানে নামে এসে সেনানী সৈনিক, ওদের চোখে চেয়ে ভুলবে কেউ
হারানো ডানকার্ক ওদের বুকে কাল সে কোন কামনার তুলেছে ঢেউ?

জাগর চোখ মেলে মাটিতে দেহ ঢেলে আকাশে শুনেছিল বোমার গান
কে পারে ভুলে যেতে সেদিন সেই রাতে সে কোন বিষ ও যে করেছে পান?

প্রতিটি সৈনিক দেহের প্রমাণ এক সমাধি খুঁড়ে নিয়ে গুহার প্রায়
ঘুমায় অচেতন সমাধি ছায়ে যেন ঘুমায় অচেতন ঐ গুহায়

প্রাণের নেই ঋণ ভাবের লেশহীন পাথরে গড়া মুখ অচঞ্চল
ওদের চোখে ঘুম রাত্রি নিঃঝুম শিয়রে জাগে শুধু অমঙ্গল

ভুলেও ফাল্গুন আসে না এই দেশে এদেশে আসেনাকো ফুলের বাস
এখানে শুয়ে হায় বালুকা-শয্যায় মরণ উন্মুখ এই যে মাস।

## সি

সি-র সেতু আজ পেরিয়ে এলাম যে
সব বেদনার উৎস তো সেখানেই

কী গান শোনায় বহু পুরাতন গাথা
আহত কুমার,—ধুলোয় শুয়েছে সে

শানবাঁধা পথে গোলাপের কথা বলে
ছিন্ন কাঁচুলি,—সে গান কে গায় কে

পাগলা রাজার কেল্লার গান গায়
পরিখায় রাজহংসের কথা বলে

প্রতিটি দিবস সে কোন কাননতল
চিরপ্রেমিকার নৃত্যেই টলোমল

বৃথা গৌরবগাথার সে কোন গান
স্তন্যের মতো আমি যে করেছি পান

ভাবনা আমার নিয়ে গেল নিঃশেষ
জোয়ার নদীর ঘূর্ণির ঘোলা টান

আর নিয়ে গেল গুলিভরা বন্দুক
আঁখিলোর ওগো আঁখিলোর নিল আর

ফ্রান্স গো আমার দূরবিস্মৃতা ফ্রান্স
সি-র সেতু আজ পেরিয়ে এলাম যে।

রোমান যুগ থেকেই ফ্রান্সের আঁজের নগরের নিকটবর্তী লে পঁ স্ব সির চারটি "সিজার সেতু" বহু সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করে আসছে। এখানেই খ্রীষ্ট পূর্ব ৫১ অব্দে গল বীর দুম্নাকুস্ রোমান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের চাপে পিছু হটতে বাধ্য হন। আর ঠিক এখানে প্রায় দু'হাজার বছর পরে ১৯৪০ সালে জার্মান আক্রমণের তীব্রতা ফরাসী বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করে।

হাওয়ায় ছিঁড়ল ব্যথার ঊর্ণাজাল
শ্লথ হয়ে আসে ভাঙা হৃদয়ের তাল
গনগনে আঁচ ধীরে হয়ে এল ছাই
মদির গ্রীষ্ম পান ক'রে নিঃশেষ
পোড়ো বাড়ীটার দাওয়াটায় দিয়ে ঠেস
এ মাহ ভাদর স্বপ্নেই ভরি তাই।

চাপা কান্নায় একী এ অকস্মাৎ
কুঞ্জছায়ায় চমকে উঠল রাত
ফিস্ ফিস্ করে ও কার তিরস্কার?
জাগিওনা এতো জাগার সময় নয়
বিষাদসাগর বুঝি পার হয় হয়
গানের তরীতে আমার ব্যথার ভার।

ক্ষণেক বুঝি বা শুনল আমার মন
কচি ধান ক্ষেতে অস্ত্রের ঝন্ঝন্
ফল্গুর মতো রুদ্ধ এ কী এ তান।
কে দিল আমার হৃদয়ে হারানো সুর?
এত সৌরভ-টলোমলো অশ্রুর
কনকচাঁপাও পায়নিকো সন্ধান।

বেঁধে রেখেছিল গোপন ব্যথার কারা
বলে কৌশলে এবার পেয়েছি ছাড়া
আলোক ছায়ায় কাটল দ্বিধার ঘোর
দেখেছি শুধুই ভাবলেশহীন মন
কোন পথ বেয়ে গিয়েছে, আর কখন
জানিনি সোনার আশ্বিন হ'লো ভোর।

তোমার বাহুতে সুপ্ত ছিলাম মেয়ে
পথের ওপারে কে যেন কে গেল গেয়ে
গুন্ গুন্ ক'রে প্রাচীন ফরাসী গান
এতদিন পরে পেলাম ব্যথার তল
নগ্ন পায়ের স্পর্শে নিথর জল
টল্‌মল্ ক'রে তুল্‌ল গানের তান।

## এল্‌সা, আমি তোমায় ভালবাসি

মুঠোয় ভ'রে চুমোয় রাঙা দিন
তড়িৎ পায়ে বছর ব'য়ে যায়
অসাবধানী এবারে সাবধান
অতীত ভাঙ্গে করুণ কান্নায়।

আহা সে কোন বকুল-ঝরা মাস সুরার মতো জীবন মধুময়
ফাগুন হাওয়া ছড়িয়েছিল তার ছবির মতো রঙের সঞ্চয়
তোমার চোখে তখন বুঝি ছিল কৈলাসের তুষার-চূড় ছায়া
সাগরিকার ইশারা হয়তো বা অস্ত আলো আবীর রঙে নাওয়া
মূর্খ আমি ভেবেছিলাম মনে তোমায় খুশী করেছি গানে গানে
হঠাৎ খুশী জেগেই মিশে গেল অন্ধকারে ছায়ার লঘু টানে।

মুঠোয় ভ'রে চুমোয় রাঙা দিন
তড়িৎপায়ে বছর ব'য়ে যায়
অসাবধানী এবারে সাবধান
অতীত ভাঙে করুণ কান্নায়।

বর্ষ ওগো, বিদায় ওগো বিদায়, গেয়েছিলাম ঝরা পাতার গানে
দ্বীপান্তরে বন্দী তবু ভাবে আসবে ফিরে আবার গৃহপানে
কী বিশ্বাস মুমূর্ষুর বুকে ; জন্ম নেবে নতুন এক দেশ
নৃত্য থামে, পুরাতনের তাল স্মৃতির বুকে নিমেষে নিঃশেষ
আমার চোখে তাকিয়ে দেখ মেয়ে, আমার চোখে তোমার রূপছায়া
আমার বুকে অধীর কলতান শুনবে না কি বধির হ'লে প্রিয়া ?

মুঠোয় ভ'রে চুমোয় রাঙা দিন
তড়িৎপায়ে বছর ব'য়ে যায়
অসাবধানী এবারে সাবধান
অতীত ভাঙে করুণ কান্নায়।

একই পথে সূর্য ওঠে আর, একই পথে সূর্য নামে পাটে
এ যেন সেই ভোলা বাউল তার বাঁশের বাঁশী বাজায় একই নাটে
শঙ্কাহীন রোদের দিনগুলো মনে কি পড়ে মনে কি পড়ে মেয়ে
কেমন ক'রে শহরতলী-দিন উদাস হ'য়ে প্রহর যেতো বেয়ে?
কপিশধূলো উড়িয়ে কোন পথে জীবন গেল জানল না তো কেউ
হঠাৎ এ কী সন্ধ্যা আসে ঘিরে হৃদয় ভাঙে ব্যথার কালো ঢেউ।

মুঠোয় ভ'রে চুমোয় রাঙা দিন
তড়িৎ পায়ে বছর ব'য়ে যায়
অসাবধানী এবারে সাবধান
অতীত ভাঙে করুণ কান্নায়।

কবে কোথায় মনে কী পড়ে মেয়ে তোমায় লিখে দিয়েছিলাম গান
কী ভালো-লাগা তোমার ধমনীতে বাজিয়েছিল ইমন-কল্যাণ
সে গান তুমি কোথায় রেখেছিলে, সে গান মৃত স্মৃতির বনে আজ
সে গান তবু ভালো তো লেগেছিল, সে গান তবু ভুলিয়েছিল কাজ
তাইতো আজ স্মৃতির গুহা থেকে সে গান তুলে নিলাম, একী গাওয়া
এল্‌সা, আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমার রৌদ্র তুমি ছায়া।

মুঠোয় ভ'রে চুমোয় রাঙা দিন
তড়িৎ পায়ে বছর ব'য়ে যায়
অসাবধানী এবারে সাবধান
অতীত ভাঙে করুণ কান্নায়।

একই কড়ি কোমল ছুঁয়ে আজ, একই কলি একই সুরে গায়
বৃথা তো নয় এগান গাওয়া তাই বাউল পথে গুনগুনিয়ে যায়
মর্মরিত গানের গুঞ্জন মন্ত্র দিল হাওয়ার কানে তাই
সকল কথা অশ্রু হবে কাল সেদিন আসে সেদিন দূরে নাই
লক্ষ গলা কাঁপিয়ে ওঠা সুর শ্রাবণ হয়ে ঘিরুক চারিধার
জানালা দু'টো বন্ধ ক'রে দাও বৃষ্টি হয়ে বাজুক ঝঙ্কার।

অসাবধানী এবারে সাবধান
অতীত ভাঙে করুণ কান্নায়
মুঠোয় ভ'রে চুমোয় রাঙা দিন
তড়িৎ পায়ে বছর ব'য়ে যায়।

## সব অশ্রুই লোনা

ধূসর আকাশে কাঁচের পরীরা বেঁধেছে ঘর
চাপা কান্নায় ধূসর আকাশ চেপেছে বুক
মনে প'ড়ে যায় মাইনৎসে কাটানো সে ক'টা দিন
কালো রাইন আর বিয়োগ-বিধুরা নারীর মুখ।

কখনো দেখবে আঁকাবাঁকা চোরাগলির শেষ
পিঠে ছুরীবেঁধা কোনো ফরাসীর শীতল শব
কখনও ভাববে শান্তিও ছিল কি নিষ্ঠুর
তছ্‌নছ্‌ ক'রে ভেঙেছে সুরার মহোৎসব।

আমি যে ওদের স্বচ্ছ আসব করেছি পান
আকণ্ঠ ভ'রে গিয়েছে ওদের প্রতিজ্ঞায়
নয়নাভিরাম প্রাসাদ গির্জা ভোলাতো মন
বয়স তখন গোটা বিশ কিছু বুঝিনি তাই।

হারানো আশাকে জীবন ফিরিয়ে দিতে
আজ নিতে হয় ভণ্ড মুনির নাম
তোমার এ দেশ নিষিদ্ধ এক প্রেম
পরাজয় আছে সেদিন কি জানতাম?

আজো মনে পড়ে হৃদয়-দোলানো গান
আজো মনে পড়ে কেটে গেলে আঁধিয়ার
প্রাচীরে দেখেছি লাল অক্ষরে লেখা
অর্থ সেদিন কিছুই বুঝিনি তার।

স্মৃতির উৎস কোথায় কে-ই বা জানে
বর্তমান যে কোথায় কুটবে মাথা
অতীত কোথার সঙ্গীত হয়ে যায়
ব্যথা হয়ে যায় পুরোনো হল্‌দে পাতা ?

সুপ্তোত্থিত বালকের মতো চমকে উঠলে আজ
চমক হানল বিজিতের চোখে ভাষাহীন যত কথা ?
সান্ত্রী বদল চলছে, বুটের আওয়াজ উঠল তার
সে আওয়াজ শুনে শিউরে উঠল রাইনের স্তব্ধতা।

মাইনৎস্‌— জার্মান শহর ; রাইন—জার্মান নদী

## সিংহ-হৃদয় রিচার্ড

ফরাসী দেশেই বন্দীর মতো বাঁচি
বিশাল দুনিয়া সে-ও যেন কারাগার
বিদেশীর পায়ে যদি বা ফুলের হাসি
গুঁড়ায়,—যদি এ ব্যথার না পাই পার।

প্রতিটি প্রহর তবে কি সকাল সাঁঝ
ঘৃণায় ঢাকব, কোথায় ইচ্ছা তার
ঘর নেই, কারো হৃদয়েও নেই আজ ;
স্বদেশ আমার, আজো কি তুমি আমার।

অধিকার সেই দেখি শালিকের ঝাঁক
ওরাও যে আজ নিষিদ্ধ গান গায়
স্বপ্ননাবিক লঘু মেঘ দিল ডাক
অধিকার নেই সেই মেঘ দেখি হায়।

অধিকার নেই হৃদয়ের কথা ঢালি,
বুকভাঙা গান অস্ফুটে গাইবার
অধিকার নেই, সূর্যও আজ কালি
সইতে পারিনা এই স্তব্ধতা আর।

আমরা সেনানী, ওরা তো পশুর দল
দুঃখীই জানে কোথায় তাদের ঠাঁই
রাত্রিকে আর কালো ক'রে কিবা ফল
বন্দী এখনো সঙ্গীত লিখে যায়।

তটিনীর মতো স্বচ্ছ গানের তান
যুদ্ধের আগে অন্নের মতো তাজা
জেগে উঠবার ডাক দিল সেই গান
চোখে চোখে দেবে দুঃখরাতের রাজা।

রাখাল, নাবিক, জ্ঞানী বিজ্ঞের দল
কামার-কুমোর, ভবঘুরে নচ্ছার
কলমবাজীর সুনিপুণ যাদুকর
হাটে ও বাজারে পণ্য নারীর সার।

যারা গড়ে রোজ কাপড় বা ইস্পাত
টেলিগ্রাফের থামে ওঠা যার কাজ
যে যেখানে আছে বাণিজ্যে ব্যবসায়
খনির শ্রমিক সবাই শুনবে আজ।

সকল ফরাসী ব্লঁদেল, তারা যে গায়
যে নামেই তাকে ক'রে থাকি আহ্বান
"মুক্তি মুক্তি" ডানার মৃদু আওয়াজ
সিংহ-হৃদয় রিচার্ড পাঠাল গান।

ব্লঁদেল সিংহ-হৃদয় রিচার্ডের সঙ্গী চারণ কবি। ধর্মযুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রিচার্ডকে গোপনে বন্দী ক'রে এক দুর্গম দুর্গে রাখা হয়, এক প্রাচীন ফরাসী কাহিনী অনুসারে জানা যায় যে জার্মানীতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ব্লঁদেল সেই দুর্গে রিচার্ডের অস্তিত্ব জানতে পারেন। রিচার্ডের সহায়সৈন্য অবিলম্বেই এসে পৌঁছাবে, তা' ঘোষণা করার জন্য দুর্গের জানালার বাইরে থেকে ব্লঁদেল তাঁর এবং রিচার্ড রচিত এক গাথা রিচার্ডকে গেয়ে শোনান।

আয়নার সামনে এলসা

আহা সে আমাদের বেদনামথিত দিনের দ্বিপ্রহর
সারাটা দিন ধ'রে আয়নার সামনে ব'সে
ও তার সোনালী চুল আঁচড়িয়েছিল, আর আমার মনে হ'লো
যেন শান্ত হাতে এক পাবকশিখাকে ও শান্ত করল
তখন আমাদের ব্যথার যুগের মধ্যদিন।

সারাটা দিন ধ'রে আয়নার সামনে ব'সে
ও তার উজ্জ্বল সোণালী চুল আঁচড়েছিল, মনে হ'লো যেন
ভরসাহীন মনে, আমাদের ব্যথার যুগের মাঝখানে
দীর্ঘ প্রহরগুলো কাটিয়ে দেবার জন্য ও সোণার বীণা বাজাচ্ছে
আয়নার সামনে ব'সে সারাটা দিন।

ও তার উজ্জ্বল সোনালী চুল আঁচড়েছিল, মনে হ'লো,
যেন তার স্মৃতিকে শহীদ ক'রে দিল স্বেচ্ছায় ;
সারাটা দিন ধরে আয়নার সামনে ব'সে
দাহনশেষের অবশিষ্ট ফুল ক'টিকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য
ও মৌন হয়েছিল, ও ছাড়া অন্য কেউ নীরব থাকত না।

ও স্বেচ্ছায় শহীদ ক'রে দিল ওর স্মৃতিকে
তখন আমাদের বিয়োগান্ত সময়ের মধ্যকাল
ওর আঁধার আয়নাটা যেন পৃথিবীর মুখ
ওর চিরুনিটা বহ্নিশিখার মতো রেশমী চুলগুলোকে ভাগ ক'রে দিল
আর আলোকিত ক'রে দিল আমার স্মৃতির অন্ধকার গুহা।

সপ্তাহের মাঝে বৃহস্পতিবারের মতো
আমাদের বেদনার মধ্যদিনে
ও তার স্মৃতির মুখোমুখি ব'সে
কি দেখেছিল আয়নাতে ( কিন্তু বলেনি কিছুই )।

এক এক ক'রে আমাদের বিয়োগান্ত নাটকের যে অভিনেতারা
মরল, তাদের আমরা প্রশংসা করি এই অন্ধকার দুনিয়ায়

তাদের নাম আমার বলার প্রয়োজন নেই, তুমি তো জানো
কোন স্মৃতি দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, এই মিলিয়ে আসা দিনের চিতায়

আর ওর সোনালী চুলের গুচ্ছে, ও যখন ওইখানে ব'সে
প্রতিফলিত পাবকশিখাকে নীরবে শান্ত ক'রে চলেছে।

## ফাঁসির মঞ্চে যে বীর গেয়েছে গান

"...এ যন্ত্রণা সইতে যদি হয়
এপথে তবু আবার যাব ফিরে"
উঠল গেয়ে শৃঙ্খলিত সুর
ভাবীকালের গানের মীড়ে মীড়ে।

সান্ত্রী দু'টো কক্ষে এলো চুপে
রাত্রি হ'লো কালির মতো কালো
বলল তাকে, "বিকিয়ে দাও কথা
জীবন আলো লাগেনা আর ভালো ?"

"গোলাম হয়ে বাঁচার অধিকার
এবার দেবো তোমার হাতে তুলে
একটা কথা বিকিয়ে যদি দাও
জেলখানার ফটক যাবে খুলে,"

"...এ যন্ত্রণা সইতে যদি হয়
এ পথে তবু আবার যাব ফিরে,"
শৃঙ্খলিত ভাবীকালের সুর
উঠল জেগে রাতের হাওয়া চিরে।

"এক কথায় দুঃখ অবসান
বিকিয়ে কথা মুক্তি নাও কিনে
তপ্ত লোহা দেবেনা আর ছ্যাঁকা
ব্যথার রাত মিলিয়ে যাবে দিনে।

একটা কথা একটা মিছে কথা
জগদ্দল পাথর তুলে নেবে
বদলে ফেল নিয়তি নির্মম
ঝামরে-পড়া রোদের কথা ভেবে।"

"...এ যন্ত্রণা সইতে যদি হয়
আবার তবু যাব এপথ বেয়ে"
সওয়াল করে শৃঙ্খলিত গান
ভাবীকালের শিশুর মুখ চেয়ে।

"মরণাহত পশুরাজের চেয়ে
জ্যান্ত গাধা অনেক বেশী দামী
ছোটোবেলায় শুনেছি তবু আজ
সত্যি ব'লে মানবো না তা' আমি।"

জীবন যে কী মূর্খ তা' কি বোঝে
মাথায় একী খুন চেপেছে তার
বেঁচে থাকার সুযোগ দিল ছুঁড়ে
মূর্খ সে তো মৃতের মতো ছার।

এ যন্ত্রণা সইতে যদি হয়
এ পথে বোকা আবার যাবে কি রে!
"আগামী কালও এ কাজ ক'রে যাব"
শৃঙ্খলিত জবাব এল ফিরে।

"ফ্রান্স আমার জীবনব্যাপী প্রেম
মৃত্যুহীন ফ্রান্সকে রেখে যাই
মরণ এলো মরছি কেন আজ
জবাবটুকু কালকে জেনো ভাই"

ছাইয়ের রঙে ধূসর ভোর এলো
কারার প্রভু প্রশ্নে ছোঁড়ে বাণ
বাণের মুখে বিদেশী ভাষা বিষ
"বন্দী তুমি দেবে কি সন্ধান ?"

জবাব এলো, "যেতেই যদি হয়
এ পথে আমি আবার যার ফিরে
আগামী কাল সীসার কালো ঝড়
হারিয়ে যাবে গানের মীড়ে মীড়ে।"

বধ্যভূমি অবাক্,—শোনে গান
"রক্তে রাঙা পতাকা ওড়ে মেঘে"
গানের কলি থামিয়ে দিতে ফের
সীসার ঝোড়ো ঝাপ্টা এলো বেগে।

কাঁপন-লাগা লা মার্সাই সুরে
মরণ-জয়ী ফরাসী সন্তান
মাটি মায়ের শিশুর উদ্দেশে
সেদিন ভোরে গাইল সে কী গান।

## শীতের গোলাপ

আমরা যেদিন শূন্য মদের পাত্রের মতো শূন্য
রিক্ততা নিয়ে ঝরাফুল চেরীশাখায় কী যেন খুঁজলাম
ফাটধরা মাটি বোমাচষা ক্ষেত খামারের মতো চূর্ণ
স্বপ্ন নিভিয়ে, দুই চোখ মরা মানুষের মতো বুজলাম।

লুঠ-হওয়া গোলা ভাঙা জানলার অপমান স'য়ে কাঁদলাম
পদলাঞ্ছিত শষ্পের মতো যৌবন হলো শীর্ণ
খাদে প'ড়ে-যাওয়া ঘোড়ার মতোন যন্ত্রণা বুকে চাপলাম
টুঁটি টেপা গান জনতার চাপা ক্রন্দনে হ'লো দীর্ণ।

স্বদেশে যখন সয়েছি নির্বাসন
ভিক্ষা চেয়েছি দরজায় দরজায়
কি করুণ কি যে নিদারুণ লজ্জায়
পিশাচের কাছে আত্মসমর্পণ।

ক্ষণিক মৃত্যু জয় ক'রে জেগে উঠে
তখনই তো ওরা জেগেছিল অম্লান
পৌষে উঠেছে গোলাপের মতো ফুটে
ওদের ভ্রূকুটি তরোয়াল খরশান।

ভোর-ভোর আলো রাত ক'রে খান্ খান্
হে অবিশ্বাসী তোমাদের দিল আশা
যে প্রেমে মানুষ মরণেও গায় গান
তোমাদের বুকে দিল সেই ভালবাসা।

যাবে কি সে পথে যে পথে গিয়েছে মাঘ
ভয়ের রাজ্য পার হ'য়ে ফাল্গুনে
শুনতে কি পাও শুকতারা দেয় ডাক
গোলাপ গন্ধে স্বপ্নের জাল বুনে ?

পূর্বাশাপারে স্বাতীকে যাবে কি ভুলে
গোধূলি-লগ্নে ভুলোনা পূর্বাশায়
ভুলো না মরণ মুক্তির বেদীমূলে
হাওয়া দেয় যদি মন-পবনের না'য়।

ফাল্গুন যদি পলাশকুঁড়ির ঘুমের ঘোমটা খুলে
লজ্জার রঙে লাল ক'রে দেয় পাংশু কপোল তার
ঘাতকের হাতে কুঠারের কথা তখন কি যাবে ভুলে ?
সময় পাবে কি অতীতের পানে পিছু ফিরে চাইবার ?

ঝরানো রক্ত শান্তি জানে না,—অশান্ত সন্তাপ।
ধানের শীষকে সোনা ক'রে দিল কোন্ রক্তের দান
রক্তিম ঠোঁটে মাটিতে রঙীন আঙুর চুমার ছাপ
ভুলে যাবে তুমি দ্রাক্ষার বনে তিক্ত স্বাদের ঘ্রাণ ?

## পারী

যেখানে ঝড়ের ক্রুদ্ধ বক্ষে কোমলের রঙ্গিমা
রাত্রির বুকে যেখানে জমাট ভালোবাসা ওঠে ভ'রে
বাতাস মদির, সাহসে মেলায় দুর্ভাগ্যের সীমা
ভাঙা শার্সিতে যেখানে এখনো আশা চিক্‌মিক্ করে
সেখানেই ভাঙা দেওয়ালের গান হাওয়ায় হাওয়ায় ওড়ে।

আমাদের চির মাতৃভূমির চির উজ্জ্বল আভা
নেভে না কখনো লেলিহ শিখায় জ্ব'লে ওঠে দাবানলে
পারীর রক্তে জনতার প্রাণ শ্রাবণ মাতানো শোভা
দিকে দিগন্তে ফোটো-ফোটো লাল গোলাপের কুঁড়ি খোলে
চুণীর আভায় জনতার প্রাণ গোলাপ উঠেছে জ্ব'লে।

এই ধূলিকণা পারী যে আমার ধূলিধূসরিতা প্রিয়া
কী পবিত্রতা পরাজয়জয়ী বঙ্কিম ভুরু ছেয়ে
বজ্রের চেয়ে কঠিন সে মেয়ে আগুন রাঙানো হিয়া
মরণের মুখে পারী যে আমার কী গান গিয়েছে গেয়ে
কী আছে এমন নয়ন ভোলানো আমার পারীর চেয়ে।

আমার রক্ত এমনি ক'রে তো নাচাতে পারেনি কেউ
কেউ তো পারেনি মেলাতে আমার অশ্রুহাসির গান
জনতা আমার, বিজয় ভেরীতে রক্তে ছড়াল ঢেউ
দিগন্ত ছোঁয়া শবাচ্ছাদন ঝড়ে ঝড়ে খান খান্
ঝড় খাওয়া পারী মুক্ত স্বাধীন রৌদ্রে করেছে স্নান।